6

তারিখ ১১-১-২০০৪
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

যায়যায়দিন

মাধ্যমিক স্কুলে বছরে ক্লাস হয় ৬০ দিন

টিউশনি ব্যবসা রোধে ক্লাস সংখ্যা বাড়ান

নভেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে হয় তাই ডিসেম্বরে কোনো ক্লাস নেই রেজাল্টের অপেক্ষা ছাড়া। পুরো জানুয়ারি চলে যায় নতুন ক্লাসে ভর্তি, পুনঃভর্তি কার্যক্রমে। নতুন ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পরও ক্লাস নেই। কারণ বই-ই নেই; ক্লাস হবে কোত্থেকে। বই পেতে চলে যায় মার্চ-এপ্রিল। তারপর মে মাসের প্রথম দিকে নাকে-মুখে কিছু ক্লাস নিয়ে মের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম সাময়ীক পরীক্ষা। পরীক্ষা উপলক্ষে চলে যায় আরো ১২-১৫ দিন। অর্থাৎ নভেম্বর থেকে শুরু করে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের যে কোনো মাধ্যমিক স্কুলে পাঠদানের মতো ক্লাস হয় ১৫ দিন। বাকি সাড়ে ছয় মাস ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসা-যাওয়াই হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না।

কিছু কাজ যে হয় না- এমন নয়। হয়, তবে তা শ্রেণীকক্ষে নয়। শ্রেণী শিক্ষকের বাসায়। শুনলে যে কেউ অবাক হবেন, ৩০ জনের বেঞ্চ বানিয়ে একটা রুমে গাদাগাদি করে বসিয়ে শ্রেণী শিক্ষক পাঠদান করে যাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীরা কিছু জানুক বা না বুঝুক মাস শেষে টিউশনি ফি কিন্তু ৬০০ টাকা। তাও আবার সপ্তাহে তিনদিন হিসাবে ১২ দিনের মাস। অভিভাবকরা কিন্তু ১২ দিনের জন্য ৬০০ টাকা দিতে মোটেও কার্পণ্য করেন না। সঙ্গত কারণ হলো, কে চায় মাসে মাত্র ৬০০টি টাকার জন্য তার ছেলেমেয়ে ওই বিষয়ে ফেল করুক। এভাবে প্রতি বিষয়ের জন্য মাসে মাসে ১২ দিনের ক্লাস চলে প্রতি বিষয়ের শিক্ষকের বাসায়। প্রতিটি মাধ্যমিক ছাত্রের জীবনে ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলে টিউশনি ক্লাসে এ রকম দৌড়াদৌড়ি। কারণ তাকে তো পাস করতেই হবে। স্কুলে ক্লাস হয় না বলে টিউশনি ক্লাসেও যদি হাজিরা না দেয়া হয় তাহলে ফেল সুনিশ্চিত। মাধ্যমিকের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই জানে নিজ নিজ বিষয়ের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়লে কিছু না জানলেও পাস আবার প্রাইভেট না পড়লে অনেক কিছু জানার পরেও ফেল।

সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত বার্ষিক ছুটি মোট ৮৭ দিন। এছাড়া সরকারি ছুটির বাইরে স্কুলে শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা উপলক্ষে ১২ দিন, দ্বিতীয় সাময়িকে ১২ দিন, বার্ষিকে ১২ দিন ও টেস্ট পরীক্ষা উপলক্ষে ১২ দিন। সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার হিসেবে বছরে বন্ধ থাকে ৫২ দিন। আর যদি এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পড়ে তাহলে আরো ৩০ দিন। মোটকথা হিসাব করে দেখা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পড়লে ক্লাস হয় ৬০ দিন আর না পড়লে হয় ৯০ দিন। এ ৬০ বা ৯০ দিনের মধ্যেই ১,০০০ নাম্বারের সিলেবাস শেষ করতে হয়। বলা বাহুল্য, সিলেবাসটা যে কীভাবে শেষ হয় তা ছাত্রছাত্রী মাত্রই জানে। তাই তারা তাদের সিলেবাস শেষ করার দায়িত্ব তুলে দেয় 'পেইড টিচার'দের হাতে। আর সে দায়িত্ব পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তাদের মাইনে করা শিক্ষকরাই মাথা খাটান কীভাবে ছাত্র বা ছাত্রীটিকে পাস নামের সোনার হরিণ ধরিয়ে দেবে।

আসলে স্কুল প্রশাসনই বিভিন্ন ধরনের উপলক্ষ সৃষ্টি করে ক্লাস সীমিত রাখে। এতে নিশ্চিন্ত মনে বাসায় প্রাইভেট পড়ানো যায়। আর ছাত্রছাত্রীরাও দেখেছে প্রাইভেট পড়লে যেহেতু অল্প পরিশ্রমে পাস করা যায়, সেহেতু তারাও স্কুলে ক্লাস হোক বা না হোক তার অপেক্ষা করে না। কারণ সিলেবাস কমপ্লিটের দায়িত্ব তো নিয়েছেন প্রাইভেট টিউটর, স্কুল নয়।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যে সিলেবাস, তা শেষ করার জন্য অন্তত পক্ষে বছরে ২৫০ দিন ক্লাস হওয়া দরকার। সরকারের উচিত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। বিভিন্ন পরীক্ষা উপলক্ষে স্কুল যে বন্ধ থাকে, তা কীভাবে রোধ করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা দরকার। বিভিন্ন পরীক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করে ছুটি নির্ধারণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন অযৌক্তিক ছুটি বাতিল করা যায় কি না তাও ভেবে দেখতে হবে। না হয় দেখা যাবে স্কুল ফাঁকা পড়ে আছে, স্কুল শিক্ষকের বাসা স্কুলে পরিণত হয়েছে।